**আমার ছেলেবেলা আর সবার মতো ছিল না।যখন একটু বুঝতে শিখেছি, তখন দেখেছি কারও নাম উঠলেই সবাই চোখের পানি লুকায়।আমি তখন খুব ছোট,বড়দের এমন আচরণে অবাক হতাম।কিন্তু যখন সময়ের সাথে সাথে বড় হই, তখন বুঝতে পারি এ কান্নার সাথে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস লুকিয়ে আছে,লুকিয়ে আছে দেশের জন্য আত্মত্যাগী অকুতোভয় এক যোদ্ধার কথা।আমি আমার ছোট চাচা শামসুল হক তালুকদারের কথা বলছি।যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন।আব্বুর কাছে শুনেছি,আদর করে আমার ছোট কাকা বঙ্গবন্ধুকে "দাদা" বলে ডাকতেন।কতবার তিনি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা ছুটে গেছেন,গিয়েছেন বঙ্গব্ন্ধুর বাসায় ও একসাথে খেয়েছেন।বঙ্গবন্ধু আমার ছোট কাকার গায়ে হাত রেখে বলতেন,তোমাকে দিয়ে হবে! আসলেও আমার ছোট কাকা জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন দেশের থেকে বড় কিছু হতে পারে না।যুদ্ধ চলাকালীন আমার ছোট কাকা গ্রামে এসেছিলেন আরও কিছু ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া যায় কী- না দেখতে,এসেছিলেন প্রিয় মায়ের মুখ একবার দেখতে! কিন্তু সে দেখাই যে কাকার শেষ দেখা ছিল বুঝতে পারেননি কেও!দাদীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কাকাকে পাক হানাদার বাহিনী।বাড়ীর কাছেই ছোটসুন্দর বাজার।সেখানে নিয়ে প্রথমে বুকে গুলি করে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কাকা প্রাণপণ নিজেকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালায়!হাত দিয়ে, পা দিয়ে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালায়।সমস্ত আক্রোশ পাক হানাদেরদের বন্দুকের গুলির উপর গিয়ে পড়ে। পাক হানাদার বাহিনী কাকাকে বেঁধে পরপর ৩ বার গুলি করে কাকার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়।মৃত্যুর কোলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে ছোট কাকা দেশকে নতুন করে সাজানোর এক বুক স্বপ্ন নিয়ে। আর বিহ্বল হয়ে দাদা- দাদী শুণতে থাকে গুলির শব্দ,প্রিয় প্রাণে কলিজার টুকরার মরণ চিৎকার।আমাদের বাড়ী থেকে বাজারের দূরত্ব খুব বেশী দূরে নয়! দাদা সাথে সাথে স্ট্রোক করেন আর দাদী বাকরুদ্ধ! যুদ্ধের পর আর বেশিদিন বাঁচেননি তাঁরা।কোল থেকে তাজা ছেলেকে ধরে মেরে ফেলার শোক ভুলতে পারেননি তাঁরা। কাকার স্মরণে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হল আছে,যার নাম শহীদ শামসুল হক হল।ছোট কাকার মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে নির্মিত হয়েছে শহীদমিনার।আজ ২৬শে মার্চ,আমাদের জাতীয় দিবস।শ্রদ্ধাভরে স্মরণ  করছি তাঁদের ,যাঁদের জন্য আজ আমরা এ দেশে নিজ অধিকারে সম্মানের সাথে বাস করতে পারছি।**